প্রথম আলো

তারিখ ২০ AUG 2017
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

ধর্ষণের শিকার স্কুলশিক্ষক

দুর্বৃত্তরা এই দুঃসাহস পায় কীভাবে?

বগুড়ায় কলেজে ভর্তি-ইচ্ছুক এক শিক্ষার্থীর ধর্ষণের শিকার হওয়ার ঘটনায় দেশব্যাপী তোলপাড় সৃষ্টি হলেও দুর্বৃত্তরা যে মোটেই নিবৃত্ত হয়নি, তার প্রমাণ ঢাকা, নারায়ণগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে একের পর এক ধর্ষণের ঘটনা। কিন্তু গত বৃহস্পতিবার বরগুনা জেলার বেতাগী উপজেলার মোকামিয়া গ্রামে বিদ্যালয়ের ভেতরে ঢুকে স্বামীকে আরেকটি কক্ষে আটকে রেখে ছয় দুর্বৃত্ত যেভাবে একজন শিক্ষককে ধর্ষণ করেছে, তা নজিরবিহীন বললেও কম বলা হয়। একজন সংখ্যালঘু শিক্ষক তাঁর কর্মস্থলে পরীক্ষার খাতা দেখা অবস্থায় নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এর চেয়ে লজ্জার ঘটনা আর কী ঘটতে পারে?

এই দুর্বৃত্তরা ক্ষমতাসীন দলের সহযোগী সংগঠন স্থানীয় যুবলীগ ও ছাত্রলীগের পরিচয় ব্যবহার করে নানা অপকর্ম করে বেড়াত বলে অভিযোগ রয়েছে। তবে বেতাগী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মাকসুদুর রহমান বলেছেন, তারা আওয়ামী লীগের কেউ নয় এবং কোনো পদেও নেই।

তারা পদে থাকুক বা না থাকুক, ক্ষমতাসীন দলের জোর দেখিয়েই এই অপকর্ম করার সাহস পেয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে ঢাকা মহানগর পূজা উদ্‌যাপন কমিটির সভাপতির বক্তব্য মিলিয়ে দেখলে নির্মম সত্যটিই বেরিয়ে আসে। তিনি বলেছেন, সারা দেশে যে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন হচ্ছে এবং তাদের সম্পত্তি দখলের ঘটনা ঘটছে, তা করছে ক্ষমতাসীন দলের লোকেরাই। কেননা, বিএনপি-জামায়াতের লোকজন ঘর থেকে বাইরেই আসতে পারছে না। আওয়ামী লীগের একজন দায়িত্বশীল নেতা এই বলে সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করেছেন যে, তাঁদের কাছে নাকি এ ধরনের অভিযোগ কেউ করেননি। কিন্তু অন্ধ হলেই প্রলয় বন্ধ থাকে না।

অভিযুক্ত ছয় ধর্ষক যে এলাকায় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করে বেড়ায় তা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নিজেই স্বীকার করেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, তারা যুবলীগ ও ছাত্রলীগের পরিচয় ব্যবহার করছে কীভাবে? দলের তরফে কোনো ধরনের প্রশ্রয় না থাকলে এটা কী সম্ভব? সবচেয়ে বড় কথা পুলিশ ও প্রশাসন এই দুর্বৃত্তদের সামাল দেয়নি কেন? যদি থানা-পুলিশ সক্রিয় থাকত, তবে তারা এত বড় অপকর্ম করার দুঃসাহস পেত না। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে দুর্বৃত্তরা একজন শিক্ষককে তার স্কুলে ধর্ষণ করে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে এবং পুলিশ তাদের এখনো ধরতে পারছে না। আমরা অবিলম্বে দুর্বৃত্তদের গ্রেপ্তার ও বিচারের মুখোমুখি দেখতে চাই।

একই সঙ্গে আক্রান্ত শিক্ষকের নিরাপত্তা দাবি করছি। ঘটনার পর তিনি লোকলজ্জার ভয় না করে স্বামীকে নিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে গিয়ে প্রতিকার চেয়েছেন। পরে থানায় মামলা করেছেন। কেবল থানা-পুলিশ নয়, সমাজেরও দায়িত্ব এই আক্রান্ত দম্পতির পাশে দাঁড়ানো। সামাজিকভাবেই তাঁদের সাহস জোগানোর পাশাপাশি ধর্ষকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর